দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

বিএম কলেজে ১৯ জনের জন্য একটি বেঞ্চ!

ক্লাস চলে অডিটরিয়াম ও লাইব্রেরি রুমে

॥ বরিশাল অফিস ॥

বিএম কলেজের ক্লাস রুম থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের বসার স্থানের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। ক্লাস রুমের সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের কলেজ অডিটরিয়াম, লাইব্রেরি ও বিভিন্ন বিভাগের সেমিনার কক্ষে ক্লাস করতে হচ্ছে। তাছাড়া বসার বেঞ্চ সংকট থাকায় একটি বেঞ্চে ৫/৬ জন শিক্ষার্থীকে গাদাগাদি করে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র নামী-দামী বিদ্যাপীঠ হিসাবে খ্যাত বিএম কলেজে ভর্তির জন্য প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন অনুযায়ী অনার্সের ২০টি বিভাগে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। তাছাড়া ১৯টি বিভাগে বর্তমানে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে।

কলেজ ক্যাম্পাসে বহু পূর্বে নির্মিত একাডেমিক ভবন, কলা ভবন, সামাজিক বিজ্ঞান ভবন, পদার্থ ভবন, মৃত্তিকা ভবন, রসায়ন ভবন ও বিজ্ঞান ভবনের বিভিন্ন কক্ষে ২০টি বিষয়ে অনার্সের জন্য শিক্ষক কক্ষ এবং প্রতিটি বিষয়ের বিভাগীয় প্রধানদের জন্য ভিন্ন কক্ষ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সেমিনার কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। ঐ কক্ষগুলো পূর্বে ক্লাসরুম হিসাবে ব্যবহারের জন্য নির্মাণ করা হয়। এতে ভর্তি কলেজের ৫০/৬০টি কক্ষ ক্লাস রুম হিসেবে ব্যবহার করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। এভাবে একাধিক ক্লাস রুম একাধিক বিভাগের জন্য ব্যবহার করা হলেও শিক্ষার্থীদের ক্লাসের জন্য নতুন কোন ভবন দীর্ঘদিনেও নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ক্লাস রুমের অভাবে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কলেজ অডিটরিয়াম, লাইব্রেরি ও বিভিন্ন বিভাগের সেমিনার রুমে ক্লাস করতে হচ্ছে। তাছাড়া দিন দিন বিএম কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্লাসরুমের সাথে বেঞ্চ সংকট আরো তীব্র আকার ধারণ করছে।

বিএম কলেজে অনার্স-মাস্টার্সের মোট ৩৯টি বিভাগে ২০ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সে অনুপাতে কলেজে ক্লাসরুম কিংবা শিক্ষার্থীদের ক্লাস করার জন্য বেঞ্চ নির্মাণ করা হয়নি। যার ফলে পূর্বের নির্মিত ভবনগুলোর ক্লাস রুমে গাদাগাদি করে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে। শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছে সম্মান শ্রেণীর সাবসিডিয়ারী বিষয়গুলোর ক্লাস করার সময়। এ সময় একাধিক অনার্স বিষয়ের একই বিষয় সাবসিডিয়ারি থাকলে সকল শিক্ষার্থী বেঞ্চে বসার সুযোগ না পেয়ে ক্লাস না করে আড্ডা দিতে বাধ্য হয়। প্রতিদিন অনার্স, মাস্টার্স ও সাবসিডিয়ারির কমপক্ষে ৯০টি ক্লাস চলে বিএম কলেজে। এর মধ্যে অনার্সের ক্লাস চলে প্রতিদিন ৩/৪টি করে এবং মাস্টার্সের ক্লাস চলে ২টি করে। ঐ সকল ক্লাসে পড়ে ১০/১২ হাজার শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকে। শিক্ষার্থীদের ক্লাস করার জন্য বর্তমানে বিএম কলেজের বিভিন্ন ক্লাসরুমে বেঞ্চ রয়েছে মাত্র ১ হাজার ৫৫টি। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে, বহুপূর্বে বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে নির্মিত একাধিক ভবনের ক্লাস রুমগুলো করা হয়েছে ছোট আকারে। বেশিরভাগ ক্লাসরুম বিভিন্ন বিভাগ দখল করে রাখায় তাদেরকে অডিটরিয়াম ও লাইব্রেরিতে ক্লাস করতে হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিটি ক্লাসরুমে যে ক'টি বেঞ্চ দেয়া হয় তাতে সকল শিক্ষার্থী একসাথে বসে ক্লাস করতে পারে না। তবে সাবসিডিয়ারি ক্লাস বাদ দিলেও বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা অনার্স ও মাস্টার্সের ক্লাস বাদ দেয় না। ঐ সকল ক্লাসের সময় শিক্ষার্থীরা যে ক'টি বেঞ্চ পায় তাতে গাদাগাদি করে ক্লাস করছে দীর্ঘদিন ধরে। এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নন্দী গোপাল দাস ক্লাস সংকটের কথা স্বীকার করে ইত্তেফাককে জানান, কলেজ ক্যাম্পাসে একাডেমিক ভবন নির্মাণ জরুরি। মন্ত্রণালয়ে কথা চলছে। শতাধিক নতুন বেঞ্চ শীঘ্রই শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাসরুমে দেয়া হবে।